কেন

▣ নির্ঝর পাল

রাত তখন ক'টা ঠিক খেয়াল নেই, অসহ্য তীব্র গরমে আরামের শয্যা ছেড়ে উঠে পড়তেই হল ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোলাম নিজেকে শীতল করার জন্য, ধ্যানমগ্ন নীরব প্রকৃতি যেন মহাকালের অন্তহীন পথ চলার চিরসাক্ষী, মাথার ওপরে অসীম অনন্ত আকাশ শত সহস্র নক্ষত্রখচিত ওড়না গায়ে ছড়িয়ে যেন নীরব তপস্বিনী, তারই নীচে আমি একা, নিঃসীম রাতে আমিই একক সত্ত্বা, আর বিরাট বিশাল বিশ্ব মাথার ওপরের সেই অসীম শূন্যতাকে নিয়ে নিদ্রামগ্ন।

সেই রাত্রির নিস্তব্ধ ভয়াল সৌন্দর্য্যের মধ্যে হঠাৎই আমার ভাবনার আকাশে এক অন্য সম্ভাবনার শুকতারা যেন উঁকি দিল, যেন এক অন্য চেতনায় আমার সেই নিঃসঙ্গ মন আলোড়িত হয়ে উঠল।

গতিময় এই বিশাল পৃথিবী যখন গভীর রাতের নৈঃশব্দে এক হয়ে যায়, তাহলে কেন শুধুই বিভেদের হাহাকার, কেন চারদিকে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন, যার নাম সাম্প্রদায়িকতা, কে দেবে তার উত্তর ? কেন কিছু কাগজের টুকরোর লোভে আমরা মানুষ হয়ে মানব রক্তস্নীত হই ? আমাদের প্রত্যেকের জীবনের পরিপূর্ণতা তো মৃত্যু আলিঙ্গনের মাধ্যমে তাহলে কি লাভ শুধু পাশব লোভ আর জান্তব হুংকারে ? সেই অশেষ শূন্যতার নীচে দাঁড়িয়ে আমার সমস্ত সত্ত্বা জুড়ে শুধুই প্রতিধ্বনিত হতে থাকল ঃ-

"দাও তবে প্রভু হেন শুভমতি প্রাণে দাও নব আশা,
জগৎ মাঝারে যেন সবাকারে দিতে পারি ভালোবাসা।"

আর তখনই নীরব নির্জন রজনীর নিস্তব্ধতা ভেঙে গেয়ে উঠলাম – "বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি" অন্ধ তামসী রাত্রির বুকে সে গান শুধুই এক ব্যর্থ অনুরণন তুলে আমার কাছেই ফিরে ফিরে আসতে লাগল।